ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

<u>স-২৭৪০</u>
আগরতলা,৪ সেপ্টেম্বর,২০২৫

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ঝুঁকিপূর্ণ মায়ের প্রাণরক্ষা

ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন আন্দারছড়া গ্রামের ১৮ বছর বয়সী অন্তঃসত্ত্বা মহিলার জীবন বাঁচিয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। গত ২৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে রাত ১০টায় প্রচণ্ড প্রসব বেদনা নিয়ে ওই মহিলাকে পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন যে, গর্ভস্থ শিশুর একটি হাত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চিকিৎসকদের ভাষায় এটি 'অবস্ট্রাক্টেড লেবার' বা বাধাপ্রাপ্ত প্রসব নামে পরিচিত, যেখানে মা ও শিশু উভয়ের জীবনই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা কালবিলম্ব না করে রোগীনিকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। গভীর রাতে তিনি যখন জেলা হাসপাতালে পৌঁছান, তখন সেখানকার চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন যে মায়ের জরায়ু যেকোনো মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে। এই জটিল পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ভোর সাড়ে ৫টায় জরুরি সিজারিয়ান সেকশন বা অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি নেন। এই অস্ত্রোপচারে অংশ নেন প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রূপময় দাস, নার্সিং অফিসার স্মৃতি দাস এবং ওটি টেকনিশিয়ান মিঠুন মল্ল। অস্ত্রোপচার শুরু হলে চিকিৎসকরা দেখেন যে, গর্ভেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এটি একটি 'ইন্ট্রা ইউটেরাইন ফিটাল ডেথ' (Intrauterine Fetal Demise) বা গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু। এই খবরটি যেমন বেদনাদায়ক ছিল, তেমনই মায়ের জরায়ু ফেটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকায় অস্ত্রোপচারটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই সংকটময় মুহূর্তে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের দক্ষ প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন এবং মায়ের জীবন রক্ষা করেন।গত ৩০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই মহিলা বর্তমানে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

*****